সংবাদ

তারিখ 11 JAN 2017
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

কক্সবাজার সরকারি মেডিকেল কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

নিরুপম দাশগুপ্ত, চট্টগ্রাম ব্যুরো

কক্সবাজার সরকারি মেডিকেল কলেজ (কমেক) অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. মো. রেজাউল করিমের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। স্বাধীনতাবিরোধী শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়াসহ পুরো মেডিকেল কলেজকে দলীয়করণের নেশায় মেতে উঠেছেন তিনি। একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতেরও অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। হাসপাতালের একটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ, তাই রাতারাতি ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকার বিল তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসে পাঠিয়েছেন তিনি। যা নিয়ে অন্যদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। তবে অধ্যক্ষ ডা. রেজাউল করিম তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ অস্বীকার করেন।

এদিকে প্রগতিশীল সংগঠনের শিক্ষার্থীরা ওই মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে না পেরে গত ৯ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ তোলেন।

জানা গেছে, কমেক অধ্যক্ষ প্রফেসর ডা. মো. রেজাউল করিম এখানে দায়িত্বে থেকে বিভিন্ন হাসপাতালে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে বাড়তি দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি বিধিবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে কক্সবাজার সদর হাসপাতালের স্ক্যানো ওয়ার্ডে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বলে একাধিক চিকিৎসক জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সদর হাসপাতালের কর্মরতরা জানান, স্ক্যানো ওয়ার্ডে দুইজন কনসালটেন্ট থেকে একজন ওই ওয়ার্ডে দায়িত্ব পালনের বিধান থাকলেও ডা. রেজাউল করিম নিজেই দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এছাড়া তিনি কমেক হাসপাতালে অধ্যক্ষ হিসেবে থাকলেও কমেক হাসপাতালে শিশু বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বাড়তি দায়িত্ব পালন করে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে কলেজ : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

কলেজ : অধ্যক্ষের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আসছেন। এর আগে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শিশু বিভাগে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব থাকাকালে শিশু সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত সমর্থিত প্যানেলে সহ-সভাপতি পদে নির্বাচন করে পরাজিত হন। চমকে কর্মরত অবস্থায় নারী কেলেঙ্কারির কারণে তাকে নোয়াখালী মেডিকেল কলেজে বদলি করলে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে রিট করে হেরে যান। এছাড়া নারী কেলেঙ্কারির কারণে '৯৯ সালে কক্সবাজার সদর হাসপাতাল থেকেও তিনি বদলি হন বলে চিকিৎসকরা জানান।

অভিযোগ রয়েছে, কমেকে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শিক্ষার্থীদের সাংস্কৃতিক চর্চার দুইটি রুম তালাবদ্ধ করে দেন, যাতে শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক চর্চা থেকে বিরত থাকে। ড. রেজাউল করিম জামায়াত-বিএনপি সমর্থিত শিক্ষকদের নিয়ে সব সিদ্ধান্ত নেন এবং সেগুলো বাস্তবায়নে করে আসছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন অন্যরা। এছাড়া বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কমেকের ৩০টি আসনে তিনি জামায়াত-বিএনপি সমর্থিত শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ দিলে ছাত্রলীগ সমর্থিতরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। বিভিন্ন মেডিকেল কলেজে ১৬ থেকে ১৭ হাজার টাকার মধ্যে ভর্তি হওয়ার বিধান থাকলেও এখানে নেয়া হয়েছে ৩০ হাজার টাকা। ডা. রেজাউল করিম ভর্তি বাবদ দ্বিগুণ টাকা নেয়ায় শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। আর এসব ভর্তির টাকা নন অডিটেবল ফান্ড হওয়ায় টাকার হিসাব নিয়ে জবাবদিহিতা করতে হয় না বলেও সূত্রটি জানিয়েছে। এছাড়া কমেকে শিক্ষার্থীদের নতুন হোস্টেলে উঠতে হলে রশিদ ছাড়াই শিক্ষার্থী প্রতি ৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন তিনি।

এদিকে গত ৯ জানুয়ারি কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ শাখা ছাত্রলীগের উদ্যোগে স্থানীয় প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে গত ৫ জানুয়ারি অস্থায়ী ক্যাম্পাস ঝিলংজা ইউনিয়নে নবনির্মিত স্থায়ী ক্যাম্পাসে স্থানান্তরিত করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়। ক্যাম্পাস স্থানান্তরের পর শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দ দেয়া হয়। আর এই বরাদ্দে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আবিষ্কার করে ছাত্রশিবির ২২ এবং ছাত্রদল ৬ সিট পায়। এতে ২৬ জন ছাত্রলীগের কর্মীকে সিট বরাদ্দ দেয়া হয়নি বলে সম্মেলনে জানানো হয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কমেক শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. মোস্তফা ইমু বলেন, নোটিশ বোর্ডে শিক্ষার্থীদের যে সিট বরাদ্দের নোটিশ দেয়া হয়েছে তাতে কলেজের অধ্যক্ষ ডা. রেজাউল করিমের স্বাক্ষর রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান, ক্ষমতাসীন দলের শিক্ষার্থীরা সিট না পেয়ে কিভাবে বিএনপি-শিবির সিটগুলো দখল করে নিতে পারে সবার কাছে প্রশ্ন রাখেন তিনি। আর এ জন্য তারা অধ্যক্ষের বিএনপি-জামায়াত কানেকশনের কথা তুলে ধরেন। এদিকে সম্মেলনে ছাত্রলীগ নেতারা অবিলম্বে ছাত্রলীগ কর্মীদের জন্য ২৬টি সিট বরাদ্দ রাখতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে ইঙ্গিত করে বলেন, না হলে আগামীতে তারা আরও কঠোর কর্মসূচি দেবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। এসব বিষয়ে জানতে চাইলে কক্সবাজার সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. মো. রেজাউল করিম বলেন, সব শিক্ষার্থী আমাদের কাছে সমান। যারা মেধা মূল্যায়নে টিকেছে তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উপরোক্ত বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এগুলো একটি বানানো গল্প কাহিনী। তিনি এসব ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছুই জানেন না বলে জানান। তিনি বলেন, একটি দুষ্কৃতমহল এখান থেকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লুটে নিতে না পেরে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপ্রচারে মেতে উঠেছে। এদের একদিন জবাবদিহিতা করতে হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী জানান, জামায়াত-বিএনপি চক্র থেকে কমেককে উদ্ধার করতে হবে। না হলে অচিরেই কমেক হাসপাতাল বিএনপি-শিবিরের আস্তানায় পরিণত হবে বলে তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

জানা গেছে, কমেকের একটি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ তাই রাতারাতি ১২ কোটি ৮০ লাখ টাকার বিল তৈরি করে তা অনুমোদনের জন্য হিসাবরক্ষণ অফিসে পাঠিয়েছে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। অথচ এত বিশাল অঙ্কের টাকার বিপরীতে যে মালামাল বুঝে পাওয়ার কথা সেটা বুঝে না নিয়েই বিল তৈরি করেছে তারা। তাই বিলে কাগজে কলমে অসঙ্গতি এবং বাজেট অনুমোদন আগে না হওয়ায় বিল করেনি হিসাররক্ষণ অফিস। ধারণা করা হচ্ছে টাকাভিত্তিক একটি ঠিকাদারি সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বশীভূত হয়ে কর্তৃপক্ষ রাতের আঁধারে ভুয়া বিল ভাউচার দিয়ে বিল জমা করেছে। তবে মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বলছে মালামাল অধিকাংশ বুঝে পেয়েছি। মূলতঃ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ বলেই টাকা ধরে রাখার জন্য বিল জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে এত বিপুল টাকার মধ্যে বেশির ভাগই মালামাল কলেজে আসেনি। তার পরও রাতারাতি কিভাবে বিল প্রেরণ করা হলো সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। এ ব্যাপারে কক্সবাজার সরকারি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ মোঃ রেজাউল করিম অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এখানে লোকচুরির কিছু নেই। বরাদ্দ এসেছে এটা ঠিক যেহেতু প্রকল্পের মেয়াদ শেষ তাই আমরা টাকাটা ধরে রাখার জন্য চাহিদাপত্র ও বিল জমা দিয়েছি। আর বেশির ভাগ মালামাল আমাদের হাসপাতালে উঠে গেছে সময়ের অভাবে সেটা বুঝে নেওয়া হয়নি। আর এ টাকা চলে গেলে কক্সবাজারের মানুষের বা কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের ক্ষতি হতো। তবে এবিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েক জন সংশ্লিষ্টদের দাবী সরকারি টাকা নিয়মের বাইরে মালামাল বুঝে না নিয়ে তড়িঘড়ি করে রাতারাতি বিল করে নেওয়া এটা খারাপ ইঙ্গিত বহন করে। এখানে একটি ঠিকাদার সিন্ডিকেট ও জড়িত ছিল। তাছাড়া সরকার প্রকল্প শেষ হলে নিশ্চই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াবে তখন বিল করবো অসুবিধা কি, সরকার নিশ্চই মেডিকেল কলেজে সরঞ্জাম না দিয়ে ফেলে রাখবে না হয়তো কয়েক মাস দেরী হবে। তাই বলে যে কোন অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া ঠিক নয়।